<u>রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ২০২২-২৩ অর্থবছরের উত্তম চর্চার তালিকা</u>

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থেকে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রসারের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উত্তম চর্চাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- সময়োপযোগী সমন্বিত রপ্তানি উন্নয়ন পরিকল্পনা, কলা-কৌশল, কর্মসূচী ও জাতীয় রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, পর্যালোচনা এবং তা বাস্তবায়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে;
- রপ্তানিযোগ্য পণ্য অন্বেষণ, উন্নয়ন, উপযোগীকরণ, বহুমুখীকরণ এবং যোগান ও সরবরাহে প্রয়োজনীয় সেবা/সহযোগিতা প্রদানপূর্বক দেশের রপ্তানি ভিত্তি সম্প্রসারণ করছে;
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি বাজারকে সুসংহতকরণসহ রপ্তানি পণ্যের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশিয় মেলা/প্রদর্শনীর আয়োজন, বিদেশে মার্কেটিং মিশন/ট্রেড ডেলিগেশন প্রেরণ ও সম্মেলন আয়োজন করছে এবং রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে বহিঃর্বিশ্বে পণ্য প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করছে;
- বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উদারিকীকরণের প্রেক্ষাপটে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বছর ব্যাপী সারা দেশে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজনপূর্বক ট্রেড বডি, ব্যবসায়ীসহ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণসহ রপ্তানি বান্দব মানব সম্পদ উন্নয়ন করছে;
- জাতীয় রপ্তানি আয়ের গতিধারা নিয়মিত পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক উত্তরোত্তর রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে;
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা লাভের প্রচেষ্টায় এবং রপ্তানি বাণিজ্যে শুল্ক/অশুল্ক বাঁধাসমূহ দূরীকরণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থার আওতায় দাতাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন শুল্ক সুবিধার যথাযথ ব্যবহারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে;
- বিভিন্ন দেশ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যাবতীয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে;
- আধুনিক তথ্য কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ বাণিজ্য তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করছে এবং গবেষণা ও বাণিজ্যিক নীতি নির্ধারণের সুবিধার্থে রপ্তানি পরিসংখ্যানসহ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার তথ্যবহুল প্রকাশনা মুদ্রণ, বিতরণ এবং প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করছে;
- আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার বিশ্লেষণ করা, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য ও বাজারের উপর গবেষণা, সমীক্ষা ও স্টাডি পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে;
- সেবা সহজীকরনের জন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে আনলাইন ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- সিআইপি কার্ড ও রপ্তানি ট্রপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৈরীকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার করা;
- সেবা সহজীকরণে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারনা নির্বাচন করা;

- দেশীয় রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নিরলসভাবে কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং পরিকল্পনার জন্য রপ্তানি বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার ৬৮টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা ২০২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছ;

- ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৩৪৮.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান পর্যায়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পণ্য খাতে রপ্তানি আয় ৫২০৮২.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪.৩৮% ;

- পণ্য বহুমুখীকরণ এবং পণ্য উন্নয়নেও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে যেখানে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ছিল ২৫টি বর্তমানে তা প্রায় ৭৪৪টি (৪-ডিজিট)। রপ্তানি নির্ভরশীল পণ্য হিসেবে জাহাজ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে;

- নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ এবং দেশিয় সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে ব্যুরো প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় ২০ টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ/আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ১৪৮.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ পাওযা যায়;

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৫ সাল থেকে সফলভাবে ২৩টি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদর্শিত পণ্যের সাথে তাদের প্রদর্শিত পণ্যের গুণাগুণ, মূল্য এবং প্যাকেজিং এর তুলনা করতে পারে;

- রপ্তানি সম্প্রসারণের একমাত্র জাতীয় সংস্থা হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এর জনবল কাঠামোতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ১৯৮৪ সালে পূণর্গঠিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে জনবল ২৫৪ থেকে ২৩৬-এ অবনমন করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্রসেল অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্তমানে ব্যুরোর জনবল সংখ্যা ২৭৮জন। এ সীমিত সংখ্যক অথচ দক্ষ জনবল নিয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কৃতিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতা, দক্ষতা এবং কার্যকরীভাবে প্রতিপালন করে যাচ্ছে;

- সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার;

- এপিএ ও এনআইএস বাস্তাবায়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রত্যেক শাখা /বিভাগ কে তাগিদ প্রদন;

- স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

- শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধিস্তন কার্যালয় পরিদর্শন; এবং

- অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।